শৈত্য প্রবাহ ও ঠান্ডা মোকাবেলায় করণীয়

বোরো মৌসুমে চারা অবসহায় শৈত্য প্রবাহ হলে চারা মারা যায়। কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে কুশির বাড়-বাড়তি কমে ও গাছ হলুদ হয়ে যায়। এছাড়াও ঠান্ডার প্রকোপে ধসে পড়া রোগের জন্য চারা মারা যায়। আবার থোড় বা শিষ বের হওয়ার সময় ঠান্ডা বা শীতকাল দীর্ঘায়িত হলে থোড়/ ধানের শিষ পুরোপুরি বের হতে দেয় না, শিষের অগ্রভাগের ধান মরে যায় এবং শিষে চিটার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়।

তীব্র শীতে করণীয়ঃ

- ঠান্ডা থেকে ধানের বীজতলা রক্ষা করার জন্য সকাল ১০/১১ টা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। উক্ত তাপমাত্রা চারার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চিত্রঃ বাঁশের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বীজতলার উপর কাঠামো তৈরী করে তার উপর পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখা।

- তীব্র শীতের সময় গভীর নলকূপের পানি গরম থাকায় বীজতলায় চারার গোড়ায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখলে চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- শীতের সকালে দুইপাশে দড়ি ধরে বীজতলায় চারার উপর দিয়ে হালকা করে টেনে পাতার শিশির সরিয়ে দিলে সূর্যের আলো পাতায় সরাসরি পড়ায় চারা কিছুটা সতেজ থাকে।

- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েক দিন দেরি করে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপণ করলে শীতে চারা মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে এবং ফলন বেশি হয়।

- রোপণের পর শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে।

- থোড় ও ফুল ফোটার সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে ক্ষেতে ১০-১৫ সেন্টিমিটার দাঁড়ানো পানি রাখলে থোড় সহজে বের হয় এবং চিটার পরিমাণ কমে যায়।